নিড্‌স এসেসমেন্ট ফর ক্লাষ্টার ডেভেলপমেন্ট

ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের সাথে মত বিনিময় সভা (এফজিডি) -এর প্রতিবেদন

২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৩

রোজ বুধবার, সকাল ১১.০০ ঘটিকা

ভৈরব উপজেলা মিলনায়তন

ভৈরব, কিশোরগঞ্জ

আয়োজনেঃ এসএমই ফাউন্ডেশন

সহযোগিতায়ঃ ভৈরব পাদুকা শিল্প মালিক সমবায় সমিতি লিমিটেড

সূচী পত্রঃ

অধ্যায়ঃ		পৃষ্ঠা নাম্বার
১. সারাংশ	ঃ	
ক. ভূমিকা	....	৩
খ. লক্ষ্য	....	৩
গ. কর্ম পদ্ধতি	....	৪
ঘ. উক্ত ক্লাষ্টার গুরুত্বপূর্ণ কেন	....	৪
ঙ. যোগাযোগ তথ্যাদি	....	৪
চ. ব্যবহৃত নথিপত্র	....	৪
২. ক্লাষ্টারের তথ্যাদি	ঃ	
ক. ক্লাষ্টারে উৎপাদিত পণ্য তালিকা	....	৫
খ. পণ্যের মাণ	....	৫
গ. ব্যবহৃত কাচাঁমাল	....	৫
ঘ. বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি	....	৫
ঙ. উৎপাদন পদ্ধতি	....	৫
চ. বাজারজাতকরণ পদ্ধতি	....	৫
৩. প্রাপ্ত তথ্যাদি	ঃ	
ক. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	....	৭
খ. ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	....	৭
গ. আইসিটি সংক্রান্ত তথ্যাদি	....	৭
ঘ. রপ্তানী সংক্রান্ত তথ্যাদি	....	৮
ঙ. ভবিষৎ সম্ভাবনা	....	৮
৪. চিহ্নিত সমস্যাবলী	ঃ	**৯**
৫. সুপারিশমালা	ঃ	**১০**
৬. উপসংহার	ঃ	**১১**

অধ্যায় - ১. সারাংশ

ভূমিকাঃ

গত ২০১১-২০১২ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশন সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপি এসএমই ক্লাষ্টারগুলো চিহ্নিতকরণ কর্মসূচীর আওতায় “এসএমই ক্লাষ্টার ম্যাপিং” করেছে। চলতি অর্থবছরে ফাউন্ডেশন চিহ্নিত এসএমই ক্লাষ্টার সমূহে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ঐসকল ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপন (নিড্স এসেসমেন্ট) করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

এলক্ষ্যে প্রণীত প্রশ্নমালার যথাযথতা নির্ধারণের লক্ষ্যে ঢাকা শহরের মধ্যে একটি ও ঢাকা শহরের বাহিরে একটি মোট দুটি ক্লাষ্টারে পরীক্ষামূলক মত বিনিময় সভা (এফ.জি.ডি) আয়োজন করা হবে। উক্ত দুটি পরীক্ষামূলক এফ.জি.ডি-র প্রথমটি গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ রোজ বুধবার ভৈরব উপজেলা মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়। ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাষ্টারের প্রায় ৫০ জন উদ্যোক্তা এই চাহিদা নিরুপন সভায় অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত চাহিদা নিরুপন সভায় সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মামুনুর রহমান। সভায় ভৈরব পাদুকা শিল্প মালিক সমবায় সমিতি লিমিটেড -এর প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ আব্দুল করিম, সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ শহিদুল আলম সহ কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

লক্ষ্যঃ

পর্যায়ক্রমিকভাবে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপি চিহ্নিত সকল এসএমই ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপনের লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে “ নিড্স এসেসমেন্ট ফর ক্লাষ্টার ডেভেলপমেন্ট ”-শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এলক্ষ্যে একটি খসড়া প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রশ্নমালার যথাযথতা যাচাই করার জন্য দুটি পরীক্ষামূলক মত বিনিময় সভার একটি ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাষ্টারে গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ইং তারিখে ভৈরব উপজেলা মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়। এই সভার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে প্রশ্নমালাটি যাচাই করে দেখা এবং উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপন করে সুপারিশমালা পেশ করা।

কর্ম পদ্ধতিঃ

একটি উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের কাছ থেকে উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপন করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার আলোকে আলোচনা সঞ্চালনা করা হয়েছে। একই সাথে প্রশ্নমালাটি বিতরণ করে উদ্যোক্তাগণের দ্বারা পূরণ করানো হয়েছে। এর ফলে আলোচনার মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণের মৌখিক এবং প্রশ্নমালা পূরণের মাধ্যমে লিখিত মতামত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাষ্টার গুরুত্বপূর্ণ কেন ঃ

১৯৮৯ সালে শুরু হয়ে এখন এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পাদুকা শিল্প ক্লাষ্টার। বিপুল সংখ্যাক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি এই ক্লাষ্টার দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এখানে আনুমানিক ৩৫০০-৫০০০ কারখানা রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ২৫০০০ (পচিশ হাজার) লোকবল কাজ করছে। দেশের চাহিদা পূরণের পাশা পাশি উক্ত ক্লাষ্টারে উৎপাদিত পণ্য এখন বিদেশেও রপ্তাণী হচ্ছে।

যোগাযোগ তথ্যাদিঃ

ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাষ্টারটি ভৈরব উপজেলা পরিষদ এর সদর দপ্তর এলাকা সহ আশপাশের ৫-৬ কিলোমিটার এলাকা ব্যাপি অবস্থিত। রাজধানী ঢাকা, বাণিজ্যিক নগরী চট্টগ্রাম সহ দেশের অন্যান্য এলাকার সাথে সড়ক ও রেল পথ যোগাযোগ রয়েছে এই ক্লাষ্টারের।

ব্যবহৃত নথিপত্রঃ

ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের সাথে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় একটি প্রশ্নমালা (সংযুক্তি - ১) ব্যবহার করা হয়। সভায় উপস্থিতি তালিকা (সংযুক্তি - ২) এতদ্ সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

অধ্যায় - ২. ক্লাষ্টারের তথ্যাদি

ক্লাষ্টারে উৎপাদিত পণ্য তালিকাঃ

ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাষ্টারের প্রধান পণ্য পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন ধরণের পাদুকা (সেন্ডেল), এছাড়াও এই ক্লাষ্টারে কেড্স ও সু-জুতা উৎপাদিত হয়ে থাকে।

পণ্যের মাণঃ

এই ক্লাষ্টারে প্রধানত ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদন করা হয়। তাই এখানকার উৎপাদিত পণ্যের মাণ উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।

ব্যবহৃত কাঁচামালঃ

উক্ত ক্লাষ্টারে চামড়া, পেষ্ট, সলিউশন, রেক্সিন, ফোম, রাবার, সূতা ও রং ইত্যাদি প্রধান কাচাঁমাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিঃ

ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাষ্টারের প্রধান যন্ত্রপাতি হচ্ছে সেলাই মেশিন, বব মেশিন, কালার মেশিন ও নাইফ ইত্যাদি।

উৎপাদন পদ্ধতিঃ

বর্তমানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে চামড়া বা রেক্সিনের উপর হাতে দাগ কেঁটে জুতার নমুনা তৈরী করা হয়। তারপর প্রতিটি অংশ সেলাই মেশিন দ্বারা সেলাই করে পাদুকার ‘আপার’ অংশ তৈরী করা হয়। তার পর ‘আপার’ অংশ আঠা দ্বারা অথবা সেলাই করে সোলের সাথে যুক্ত করা হয়। অতঃপর ফিনিশিং করে রং করা হয় এবং ক্রেতার সরবরাহকৃত মোড়কে পাদুকা মোড়কজাত করা হয়। অর্থ্যাৎ সম্পূর্ণ উৎপাদন প্রক্রিয়াটি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সেকেলে কিছু যন্ত্রের ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হয়।

বাজারজাতকরণ পদ্ধতিঃ

ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাষ্টারের অধিকাংশ কারখানা মালিকের নিজস্ব শো-রুম বা বিক্রয়কেন্দ্র নেই। তারা সাধারণত বাজারের পাইকার / আড়তদারগণের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করে থাকে। তবে কিছু কিছু কারখানা মালিক সরাসরি বড় ব্রান্ড কোম্পানীগুলোকে (যেমনঃ এপেক্স, বাটা ইত্যাদি) পণ্য সরবরাহ করে থাকে।

উদ্যোক্তাগণের দাবী সরকারী উদ্যোগে ভৈরবে একটি পাইকারী পাদুকা বাজার স্থাপন করা হলে সাধারণ কারখানা মালিকগণ উপকৃত হবে।

এছাড়াও কারখানা মালিকগণ সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপি ক্রেতাগণের কাছ থেকে অর্ডার / ক্রয়াদেশ সংগ্রহ করে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী পাদুকা উৎপাদন ও সরবরাহ করে থাকে।

অধ্যায় - ৩. প্রাপ্ত তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত উদ্যোক্তাগণ অবহিত করেন যে, গত অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশন স্থানীয় ৪০জন কারিগরকে "পাদুকা শিল্প উদ্যোক্তাগণের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন" -শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া অন্য কোন উন্নয়ন সহযোগী অত্র কাষ্টারে কোনরুপ কার্যক্রম পরিচালনা করছে না।

সভায় প্রায় প্রত্যেক বক্তাই তাদের বক্তৃতায় উন্নত প্রশিক্ষণের চাহিদাটি জোর দাবী হিসেবে উপস্থাপন করেন। তবে শুধু বক্তৃতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের পরিবর্তে হাতেকলমে শেখানোর বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করার জন্য উদ্যোক্তাগণ পরামর্শ প্রদান করেন। প্রয়োজনে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য তারা নিজস্ব কারখানা ব্যবহার করার প্রস্তাব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনকে।

ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

উক্ত ক্লাষ্টারের প্রায় ৪০ শতাংশ উদ্যোক্তা নিকটস্থ পূবালী, জনতা সহ অন্যান্য বেসরকারী ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। তবে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির জন্য পৌরসভা এলাকার মধ্যে অবস্থিত সম্পদ জামানত রাখতে হয়। যা অন্যান্য এলাকা হতে আগত উদ্যোক্তাগণের জন্য একটি বড় সমস্যা।

একই সাথে উদ্যোক্তাগণ উল্লেখ করেন যে, বছরে তিন মাস (জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ) পাদুকা শিল্পের জন্য অত্যন্ত মন্দা সময়। এই তিন মাস ব্যাংকের কিস্তি প্রদান করা অধিকাংশ উদ্যোক্তার জন্য কষ্টকর / অসাধ্য হয়ে পরে। ফলে সারা বছর নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করলেও এই তিনমাসের জন্য তারা ব্যাংকের সাথে নানা জটিলতায় জড়িয়ে পরেন। এমতাবস্থায় উদ্যোক্তাগণের দাবী তারা ১২ মাসের কিস্তি ৯ মাসে প্রদান করার সুবিধা পেলে ব্যাংকের সাথে তাদের সম্পর্ক ভাল থাকবে এবং কিস্তি পরিশোধে উদ্যোক্তাগণের হয়রানি লাঘব হবে।

কারখানা মালিকগণকে স্বল্প সুদে ঋণ সরবরাহ করার জন্য তারা সরকারের / এসএমই ফাউন্ডেশনের সুদৃষ্টি কামনা করেন।

আইসিটি সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

উক্ত ক্লাষ্টারের কোন কারখানা এখন পর্যন্ত কম্পিউটার ব্যবহার করে না। এমন কী কম্পিউটার ব্যবহার করে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তাদের কোন প্রকার ধারণাও নেই। তাই তাদের কম্পিউটার ব্যবহার ও ই-বিজনেস, ই-কমার্স বিষয়ে সচেতন করার মাধ্যমে উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যেতে পারে।

রপ্তানী সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাষ্টারের কোন উদ্যোক্তা এখন পর্যন্ত সরাসরি পণ্য রপ্তানী করে না। তবে এই ক্লাষ্টারের প্রতিষ্ঠানগুলো বিদেশে পণ্য রপ্তানী করে থাকে এমন কিছু প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করে থাকে। অর্থ্যাৎ পরোক্ষভাবে ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাষ্টারে উৎপাদিত পাদুকা রপ্তানী হয়ে থাকে যার পরিমান বছরে ১২-১৫ কোটি টাকা। প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রশিক্ষণ পেলে উক্ত ক্লাষ্টারে অন্তত ১০-১২ জন সরাসরি রপ্তানীকারক তৈরী কার সম্ভব।

ভবিষৎ সম্ভাবনাঃ

১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশী সময় যাবত এই ক্লাষ্টারের কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে এই ক্লাষ্টারের মোট উৎপাদন ক্ষমতা এবং জনবল। সুতরাং এখানকার উৎপাদিত পণ্যের মাণ উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানী বাজার সৃষ্টির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। জাতীয় পর্যায়েও বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানী আয় দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতঃএব উক্ত ক্লাষ্টারের একটি ভবিষৎ সম্ভাবনা প্রবল।

অধ্যায় - ৪. চিহ্নিত সমস্যাবলী

উক্ত ক্লাষ্টারের প্রধান প্রধান সমস্যাবলী নিম্নরূপঃ

১. উন্নত প্রশিক্ষিত জনবলের / কারিগরের অভাব।

২. উক্ত ক্লাষ্টারে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ একটি কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টারের অনুপস্থিতি।

৩. সুবিধাজনক শর্তে ও স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের অভাব।

৪. ভৈরবের সাথে চট্টগ্রামের রেল সংযোগ থাকলেও ঢাকা অথবা ময়মনসিং হতে ছেড়ে আসা রেলগুলোতে ভৈরবে আসার পূর্বেই স্থান পূর্ণ হয়ে যায়। ফলে রেল ভৈরব থেকে পাদুকা পণ্য পরিবহন করতে পারে না।

৫. ভৈরবে একটি পাইকারী পাদুকা বাজারের অনুপস্থিতি।

৬. ভৈরবে একটি পাদুকা মেলা আয়োজনের ব্যবস্থা না থাকা।

৭. আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব।

৮. ক্লাষ্টারের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান এর অভাব।

৯. ক্লাষ্টারে মোট কারখানার পরিমান, নিয়োজিত জনবল এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য এর উপর নির্ভরযোগ্য কোন গবেষণা না হওয়া।

অধ্যায় - ৫. সুপারিশমালা

ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাষ্টারের উন্নয়নে নিম্নোক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারেঃ-

ক. স্বল্প মেয়াদী (৬ মাস থেকে ১২ মাসের মধ্যে)ঃ

১. উক্ত ক্লাষ্টারের মোট কারখানার পরিমান, নিয়োজিত জনবল এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য নিরুপন করার জন্য একটি শুমারী (সেন্সাস) পরিচালনা করা যেতে পারে।

২. ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তা / কারিগরগণকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

৩. এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কার্যক্রমের আওতায় ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের জন্য একটি বিশেষ ঋণ প্যাকেজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪. ভৈরবে একটি পাদুকা পণ্য মেলা আয়োজন করা যেতে পারে।

৫. উক্ত ক্লাষ্টারের মালিক সমিতির সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৬. উক্ত ক্লাষ্টারের মালিক সমিতির সাথে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭. ভৈরব পাদুকা শিল্প মালিক সমবায় সমিতি লিঃ এর জন্য একটি ওয়েবসাইট প্রস্তুত করে দেয়া যেতে পারে। যেখানে উক্ত ক্লাষ্টারের সকল উদ্যোক্তা তাদের পণ্য ও যোগাযোগ তথ্যাদি বীনামূল্যে প্রদর্শণ করতে পারবে।

খ. মধ্য মেয়াদী (১ বছর থেকে ৩ বছরের মধ্যে)ঃ

৮. রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা করে ভৈরবের জন্য রেলে একটি কোটা বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৯. প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশীপ এর ভিত্তিতে ভৈরবে পাদুকার একটি পাইকারী বাজার স্থাপন করা যেতে পারে।

১০. ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাষ্টারে পাদুকা তৈরীর আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ একটি কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) স্থাপন করা যেতে পারে।

গ. দীর্ঘ্য মেয়াদী (৩ বছরের অধিক সময়ের মধ্যে) ঃ

১১. ভৈরবে অবস্থিত সরকারী খাস জমি সমৃদ্ধ সাত মুখের বিল (হেলি প্যাড সংলগ্ন) -এ ভৈরব পাদুকা শিল্পের জন্য একটি শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

অধ্যায় - ৬. উপসংহার

১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাষ্টারটি বর্তমানে দেশের সর্ববৃহৎ পাদুকা প্রস্তুতকারক স্থানে পরিনত হয়েছে। এখানে দৃশ্যত কোন প্রকার সরকারী / বেসরকারী / উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কার্যক্রম চূখে পরে নাই।আলোচনা হতে জানা যায় যে, মূলক দক্ষ কারিগরি প্রশিক্ষণ, সহজ শর্তে অর্থায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ইত্যাদি স্বল্পতার কারণে ক্লাষ্টারটির অগ্রগতি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। অতঃএব, এসএমই ফাউন্ডেশন উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়নে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করলে ক্লাষ্টারটির প্রবৃদ্ধির হার আরো বেগবান হবে। যা ঐ এলাকার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের আমূল পরিবর্তণ সাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাই, এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত সুপারিশমালা বিবেচনা করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।